২২।৭।২০০২

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৭...

২০০৩ হইতে এইচএসসি পরীক্ষায় গ্রেড পদ্ধতি

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ শিক্ষামন্ত্রী এ এস
কে সাদেক গতকাল মঙ্গলবার জাতীয়
দে বলিয়াছেন, ২০০৩ সাল হইতে
চএসসি পরীক্ষায় গ্রেড পদ্ধতিতে
াফল প্রকাশ করা হইবে। এইবার
এসসি পরীক্ষার ফলাফল গ্রেড পদ্ধতিতে
াশ করা হইয়াছে। ফলে ২০০৩ সালে
এইচএসসিতে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা
হইলে তুলনা করা সম্ভব হইবে।

গ্রেড পদ্ধতিতে ফলাফল ঘোষণা
লইয়া ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া শিক্ষামন্ত্রী এই
তথ্য জানান। গত সোমবার জাতীয় পার্টির
এডভোকেট ফজলে রাব্বী পরীক্ষার
ফলাফল ঘোষণা লইয়া সৃষ্ট বিভ্রান্তি নিরসনে
ন্ত্রীর ব্যাখ্যা দাবী করিলে এই ব্যাখ্যা

(১ম পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দঃ)

২০০৩ হইতে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ওয়া হয়। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বাংলাদে
ীক্ষা ব্যবস্থায় গ্রেডিং পদ্ধতির প্রব
টি নূতন পদক্ষেপ। অতীতে ত্রুটি
ীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক আলো
ং পদ্ধতি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার
ভূত হইলেও তাহা করা হয় নাই।
াঙ্গে তিনি গ্রেড পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রক্রি
গ্রেড ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ দি
লন, এই পদ্ধতি আন্তর্জাতিকভা
কৃত। ইহার নানামুখী সুবিধা রহিয়া
মন, এই ব্যবস্থায় একটি মাত্র নম্ব
ত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়নের পরিব
ত্যক বিষয়ে প্রাপ্ত আলাদা আলাদা
য়েন্ট-এর ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রী
ূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে, ষ্টার মা
ং মেধা তালিকায় স্থান করিয়া নেও
ক্ষ্য অধিক নম্বর পাইবার অ
তিযোগিতা হ্রাস পাইবে ও ছাত্র-ছাত্রী
নার্জনে অধিক আগ্রহী হইবে। অসুস্থ
কোন দুর্ঘটনার কারণে কোন এ
ষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে
রিলে অথবা এফ-গ্রেড পাইলে পরীক্ষ
ন্যান্য বিষয়ের ভাল ফলাফলের ভিত্তি
চতর শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সু
ইবে। চারটি পর্যন্ত বিষয়ের পরীক্ষার
রাপ হইলেও অর্থাৎ এফ-গ্রেড পাই
ীক্ষার্থী পরীক্ষার ফল অক্ষুণ্ন রা
রবর্তী বছরের শুধুমাত্র এফ পা
ষয়সমূহে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সু
ইবে। ইহার ফলে অকৃতকার্য পরীক্ষা
র অনেকাংশে হ্রাস পাইবে
পুলসংখ্যক ছাত্র একই বিষয়ে বার
ীক্ষায় অংশগ্রহণের ব্যয় হইতে রে
ইবে।

সবশেষে তিনি বলেন, স্বাভাবিকভ
ন কিছু গ্রহণে মানুষের মধ্যে দ্বিধা-
কে। তবে সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়
যে, দেশের অধিকাংশ সচেতন মা
পদ্ধতিকে স্বাগত জানাইয়াছে।